পশ্চিমবঙ্গ বিজ্ঞান মঞ্চ

জাতীয় বিজ্ঞান মনস্কতা দিবস ২০২১ - স্বাক্ষর সংগ্রহ অভিযান

কোভিড অতিমারী মোকাবিলার জন্য বিজ্ঞানমনস্কতার প্রসার ঘটাতে হবে।

বিশ্ববিদ্যালয়ে অবৈজ্ঞানিক জ্যোতিষশাস্ত্রের পাঠ্যক্রমের বিকল্পে জ্যোতির্বিজ্ঞানের পাঠ্যক্রম চালু করতে হবে।

ইন্দিরা গান্ধি ন্যাশনাল ওপেন ইউনিভার্সিটি সহ আরও কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয় বর্তমান বর্ষ থেকে জ্যোতিষশাস্ত্র বিষয়ে নতুন পাঠ্যক্রম চালু করেছে। এই পাঠ্যক্রম কেন্দ্রীয় সরকারের নয়া শিক্ষানীতি ২০২০-এর সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ। আমরা জানি, জ্ঞানবিজ্ঞান চর্চার ক্ষেত্রে আমাদের প্রাচীন ভারতবর্ষের একটি সমৃদ্ধ ঐতিহ্য আছে। জ্যোতির্বিজ্ঞান, গণিত, ধাতুবিদ্যা, দর্শন ইত্যাদি বিষয়ে ভারতীয় মনীষীদের অবদান জ্ঞানবিজ্ঞানের একাধিক শাখাকে পুষ্ট করেছে। আধুনিক বিজ্ঞানের জয়যাত্রায় এই ধারাগুলির গুরুত্ব অপরিসীম। বর্তমান সময়ে ভারতচর্চার নামে পৌরাণিক আখ্যানগুলির কাল্পনিক অংশকে বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তিগত উৎকর্ষের প্রাচীন নিদর্শন বলে চালানোর চেষ্টা চলছে। জ্যোতিষশাস্ত্রকে আধুনিক বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে দেখার কথা বলা হচ্ছে। জ্যোতিষ মতে সূর্য ও চাঁদকে গ্রহ মনে করা হয়। পৃথিবী কেন্দ্রিক ধারণার পাশাপাশি ইউরেনাস, নেপচুন ইত্যাদি নবাবিস্কৃত গ্রহগুলির কোন অস্তিত্ব জ্যোতিষশাস্ত্রে নেই। বিশেষ বিশেষ নক্ষত্রমন্ডলীর সঙ্গে আমাদের পরিচিত প্রাণীর সাদৃশ্য কল্পনা করেই রাশিচক্রের নামকরণ। শিশুর জন্মলগ্নে এই নক্ষত্রমন্ডলীর অবস্থান কোন্ বৈজ্ঞানিক বা গাণিতিক মডেলে শিশুর ভাগ্যনিয়ন্তা হতে পারে তার কোন ব্যাখ্যা জ্যোতিষশাস্ত্র দেয়না। ইতিহাস প্রমাণ করে, জ্যোতিষশাস্ত্র মতে ভাগ্য নিয়ন্ত্রণের ধারণাগুলি খৃষ্টপূর্ব চতুর্থ শতাব্দীর আগে ভারতবর্ষে কোন চর্চায় ছিলনা, গ্রীক সভ্যতার সংস্পর্শে এগুলি প্রসার লাভ করে।

আমাদের সংবিধান বিজ্ঞান মনস্কতার প্রচার ও প্রসারের কথা বলে। এমন একটি অবৈজ্ঞানিক পাঠ্যক্রম আমাদের সংবিধানের ৫১ এ(এইচ) অনুচ্ছেদের পরিপন্থী। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ্য, সরকারের জনস্বাস্থ্য ও করোনা অতিমারী সম্পর্কিত অবৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্ত, সঠিক পরিকল্পনার অভাব, পরিকাঠামোর অপ্রতুলতা এবং প্রচার সর্বস্বতা সাধারণ মানুষের চরম দুর্দশার কারণ হিসাবে চিহ্নিত হয়েছে। অতিমারী মোকাবিলায় এই সময়ের আশু করণীয় - বিনামূল্যে সর্বজনীন দ্রুত টিকাকরণের কাজটি বাস্তবায়ন থেকে অনেক দূরে। বিজ্ঞান ও বিজ্ঞান মনস্কতাকে হাতিয়ার করে যখন করোনা অতিমারীর মোকাবিলা করা দরকার, তখন সরকারী পৃষ্ঠপোষকতায় বিজ্ঞানমনস্কতার বিপরীতে ঘন্টা-কাঁসর বাজানো, প্রদীপ জ্বালানো, গোবর-গোমূত্রের নিদানের ফলে পরিস্থিতি ভয়ানক আকার ধারণ করেছে। সার্বিক বিজ্ঞান নীতি, জনস্বাস্থ্য নীতি সরকারি অবিমৃশ্যকারীতায় ধূলিসাৎ। এই কালপর্বে বিজ্ঞানমনস্কতা প্রসারের অন্যতম নেতা নরেন্দ্র দাভোলকর, এম.এম.কালবুর্গি, গোবিন্দ পানসারে, গৌরি লঙ্কেশ নির্মম হত্যার শিকার হয়েছেন। আক্রমণ করা হচ্ছে বৈজ্ঞানিক তত্ত্বকে, আক্রমণ যুক্তিবোধের উপর, বিজ্ঞান মানসিকতা ও দেশের বহুত্ববাদী সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের উপর। চলছে ধর্মান্ধ সাম্প্রদায়িক ঘৃণ্য প্রচার। বিজ্ঞানের অগ্রগতির বিপরীতে যুক্তিহীন, বিশ্বাসনির্ভর, কূপমণ্ডুক সমাজ নির্মাণের অপপ্রয়াস চলছে। ভিন্ন মত প্রকাশ করলে জুটছে 'দেশদ্রোহী'র তকমা এবং সরকারি নির্যাতন ও হেনস্থার সম্মুখীন হতে হচ্ছে।

এই ঘনান্ধকার পরিস্থিতির অবসান চাই। আমরা সংবিধানের মর্যাদা রক্ষার স্বার্থে বিজ্ঞান মনস্কতার প্রসারে ব্রতী হতে চাই ও সম্মিলিত নাগরিক সমাজ এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কাছে আগামী ২০ আগস্ট জাতীয় বিজ্ঞানমনস্কতা দিবস পালনের আহ্বান জানাই। আমরা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে জ্যোতিষশাস্ত্র সম্পর্কিত পাঠ্যক্রমগুলি বন্ধ করার দাবি জানাই। পরিবর্তে জ্যোতির্বিজ্ঞানের পাঠ্যক্রম চালু করার দাবি জানাই। আমরা সার্বিক বেসরকারীকরণ নীতির বিপরীতে একটি সর্বজনীন জনস্বাস্থ্য নীতি ও বৈজ্ঞানিক নীতির দাবি জানাই।

ক্রমিক নং	নাম/স্বাক্ষর	সংগঠন/প্রতিষ্ঠান/পেশা
১)		
২)		
৩)		

ক্রমিক নং	নাম/স্বাক্ষর	সংগঠন/প্রতিষ্ঠান/পেশা
৪)		
৫)		
৬)		
৭)		
৮)		
৯)		
১০)		
১১)		
১২)		
১৩)		
১৪)		
১৫)		
১৬)		
১৭)		
১৮)		
১৯)		
২০)		
২১)		
২২)		
২৩)		
২৪)		
২৫)		
২৬)		
২৭)		
২৮)		
২৯)		
৩০)		
৩১)		